ফিক্বহ

বাংলার মিশন-কোর্স
(ষষ্ঠ শ্রেণী)

পুনর্বিন্যাস
আব্দুল হামীদ মাদানী

কতিপয় প্রকৃতিগত সুন্নত

১। খতনা করা।
২। দাঁতন করা বা দাঁত মেজে মুখ পরিষ্কার করা।
৩। গুপ্তাঙ্গ ও বগলের লোম সাফ করা।
৪। গোঁফ ছোট ও দাড়ি বড় করা।
৫। নখ কাটা।
৬। সাধারণ পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করা।

আনাস ﷺ বলেন, 'মোচ ছাঁটা, নখ কাটা, নাভির নিচের লোম চাঁছা এবং বোগলের লোম তুলে ফেলার ব্যাপারে আমাদেরকে সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে; যাতে আমরা সে সব চল্লিশ দিনের বেশী ছেড়ে না রাখি।' *(মুসলিম ২৫৮নং)*

প্রস্রাব-পায়খানার আদব-কায়দা

১। প্রস্রাব-পায়খানার জায়গায় প্রবেশের পূর্বে দুআ পাঠ করবে,

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ)).

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল খুবুষি অল-খাবাইষ।' (অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি পুরুষ ও নারী খবীস জ্বিন হতে পানাহ চাচ্ছি।) *(বুখারী-মুসলিম)*

২। বাথরুম ছাড়া মাঠে-ময়দানে প্রস্রাব-পায়খানা করলে লোকচক্ষুর অন্তরালে করবে।

৩। প্রস্রাব-পায়খানার জায়গায় প্রবেশের সময় বাম পা আগে বাড়াবে।

৪। দাঁড়িয়ে নয়, বরং বসে প্রস্রাব-পায়খানা করবে।

৫। ক্বিবলার দিকে মুখ বা পিঠ ক'রে বসবে না।

৬। প্রস্রাবের ছিটা থেকে সতর্ক থাকবে, যাতে পায়ে বা কাপড়ে লেগে না যায়।

৭। প্রস্রাব-পায়খানা করার সময় কথা বলবে না।

৮। নিষিদ্ধ স্থানসমূহে (যেমন রাস্তা-ঘাটে ও ছায়ায়) এবং পবিত্র স্থানে প্রস্রাব-পায়খানা করবে না।

৯। প্রস্রাব-পায়খানা পরিষ্কার করার সময় পানি অথবা মাটির ঢেলা বা টিসু ব্যবহার করবে।

১০। প্রস্রাব-পায়খানা পরিষ্কার করার সময় বাম হাত ব্যবহার করবে।

১১। পরিষ্কার হওয়ার পরে সে জায়গা থেকে ডান পা আগে বাড়িয়ে বের হবে।

১২। তারপর দুআ পড়বে,

((غُفْرَانَكَ)).

'গুফরানাক' অর্থাৎ, (হে আল্লাহ!) তোমার ক্ষমা চাই।

তায়াম্মুম

পানি না পাওয়া গেলে অথবা ব্যবহারে অপারগ হলে (ওযূ-গোসল) পবিত্রতার বিকল্প ব্যবস্থা হল তায়াম্মুম। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (٦) سورة المائدة

অর্থাৎ, যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তাহলে বিশেষভাবে (গোসল ক'রে) পবিত্র হও। যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রস্রাব-পায়খানা হতে আগমন করে, অথবা তোমরা স্ত্রী-সহবাস কর এবং পানি না পাও, তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর; তা দিয়ে তোমাদের মুখমন্ডল ও হস্তদ্বয় মাসাহ কর। আল্লাহ তোমাদেরকে কোন প্রকার কষ্ট দিতে চান না, বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান ও তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। *(মাইদাহঃ ৬)*

۞ কোন্ কোন্ অবস্থায় তায়াম্মুম করা বৈধ?

১। পানি না পাওয়া গেলে।

২। পানীয় পানি আছে, কিন্তু তা ওযূ-গোসলের জন্য যথেষ্ট না হলে।

৩। পানির ব্যবহারে শারীরিক কোন ক্ষতির আশঙ্কা হলে।

৪। পানি অব্যবহারযোগ্য ঠান্ডা হলে এবং গরম করার ব্যবস্থা না থাকলে।

۞ কিসে তায়াম্মুম হবে?

পবিত্র মাটি এবং তার শ্রেণীভুক্ত সকল বস্তু (যেমন, পাথর, বালি, কাঁকর, সিমেন্ট প্রভৃতি) দ্বারা তায়াম্মুম শুদ্ধ। ধুলাযুক্ত মাটি না পাওয়া

গেলে ধুলাহীন পাথর বা বালিতে তায়াম্মুম বৈধ হবে।

۞ তায়াম্মুম করার পদ্ধতি

(নিয়ত করার পর 'বিসমিল্লাহ' বলে) দুই হাতের চেটো মাটির উপর মারতে হবে। তারপর তুলে নিয়ে তার উপর ফুঁক দিয়ে অতিরিক্ত ধুলোবালি উড়িয়ে দিয়ে উভয় হাত দ্বারা মুখমন্ডল মাসাহ করতে হবে। এরপর বাম হাত দ্বারা ডান হাত কব্জি পর্যন্ত এবং শেষে ডান হাত দ্বারা বাম হাত কব্জি পর্যন্ত মাসাহ করতে হবে। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৫২৮নং)*

۞ তায়াম্মুম কিসে নষ্ট হয়?

যে যে কারণে ওযু নষ্ট হয়, ঠিক সেই সেই কারণে তায়াম্মুমও নষ্ট হয়ে যায়। কারণ তায়াম্মুম হল ওযুর বিকল্প। এ ছাড়া যে অসুবিধার কারণে তায়াম্মুম করা হয়েছিল, সেই অসুবিধা দূর হয়ে গেলেই তায়াম্মুম নষ্ট হয়ে যায়। যেমন পানি না পাওয়ার কারণে তায়াম্মুম করলে পানি পাওয়ার সাথে সাথে তায়াম্মুম শেষ হয়ে যায়। অসুখের কারণে করলে, অসুখ দূর হয়ে যাওয়ার পর পরই আর তায়াম্মুম থাকে না।

আযান ও ইক্বামত

۞ আযানের ফযীলত

عَنْ مُعَاوِيَةَ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ ، يَقُوْلُ : ((**الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقاً يَوْمَ القِيَامَةِ**)). رواه مسلم

মুআবিয়াহ ইবনে আবূ সুফ্য়ান ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছি, "কিয়ামতের দিনে সমস্ত লোকের চাইতে মুআয্যিনদের গর্দান লম্বা হবে।" *(মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيَّ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ : ((**لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ ، وَلاَ إِنْسٌ ، وَلاَ شَيْءٌ ، إِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَومَ القِيَامَةِ**)). رواه البخاري

আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "মুআয্যিনের আযান-ধ্বনি যতদূর পর্যন্ত মানব-দানব ও অন্যান্য বস্তু শুনতে পাবে, কিয়ামতের দিন তারা তার জন্য সাক্ষ্য দেবে।" *(বুখারী)*

۞ আযানের শব্দাবলী

اَللّٰهُ أَكْبَر

(আল্লা-হু আকবার। অর্থাৎ, আল্লাহ সবার চেয়ে মহান) ৪ বার।

أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلهَ إِلاَّ اللّٰه.

(আশহাদু আল্ লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ। অর্থাৎ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ভিন্ন কোন সত্য উপাস্য নেই।) ২ বার।

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَّسُوْلُ اللّٰه.

(আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লা-হ। অর্থাৎ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রসূল।) ২ বার।

حَيَّ عَلَى الصَّلاَة

(হাইয়্যা আলাস স্বলা-হ। অর্থাৎ, এস নামাযের জন্য।) ২ বার।

حَيَّ عَلَى الْفَلاَح

(হাইয়্যা আলাল ফালা-হ। অর্থাৎ, এস সফলতার জন্য।) ২ বার।

اَللّٰهُ أَكْبَر

(আল্লা-হু আকবার। অর্থাৎ, আল্লাহ সবার চেয়ে মহান।) ২ বার।

لا إِلهَ إِلاَّ اللّٰه

(লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ। অর্থাৎ, আল্লাহ ভিন্ন কোন সত্য মা'বূদ নেই।) ১ বার।

ফজরের আযান হলে حيَّ عَلَى الْفَلاَح এর পরে ২বার বলতে হয়,

اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْم.

(আস্স্বলা-তু খাইরুম মিনান্ নাওম্। অর্থাৎ, নিদ্রা অপেক্ষা নামায উত্তম।

۞ আযানের জবাব দেওয়া ও তার শেষে দরূদ-দুআ পড়ার ফযীলত

وَعَنْ عَبدِ اللّٰهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنهُمَا : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ، يَقُوْلُ: ((إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ ؛ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً ، ثُمَّ سَلُوا اللّٰهَ لِيَ الوَسِيلَةَ ؛ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِي إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ ، فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ

الشَّفَاعَةُ)). رواه مسلم

আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র ইবনে আ'স ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছেন যে, "তোমরা যখন আযান শুনবে, তখন (আযানের উত্তরে) মুআয্যিন যা কিছু বলবে, তোমরাও ঠিক তাই বলবে। তারপর আযান শেষে আমার উপর দরূদ পাঠ করবে। কেননা, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে, তার বিনিময়ে তার প্রতি আল্লাহ দশটি রহমত নাযেল করবেন। অতঃপর তোমরা আল্লাহর নিকট আমার জন্য 'অসীলা' প্রার্থনা করবে। কারণ, 'অসীলা' হচ্ছে জান্নাতের এমন একটি স্থান, যা সমস্ত বান্দার মধ্যে কেবল আল্লাহর একটি বান্দা (তার উপযুক্ত) হবে। আর আশা করি, আমিই সেই বান্দা হব। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার জন্য অসীলা প্রার্থনা করবে, তার জন্য (আমার) সুপারিশ অনিবার্য হয়ে যাবে।" *(মুসলিম)*

وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ : اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ ، وَالصَّلاَةِ القَائِمَةِ ، آتِ مُحَمَّداً الوَسِيلَةَ ، وَالفَضِيلَةَ ، وَابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الَّذِيْ وَعَدْتَهُ ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ)). رواه البخاري

জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আযান শুনে (আযানের শেষে) এই দুআ বলবে,

'আল্লা-হুম্মা রাব্বা হা-যিহিদ দা'অতিত্ তা-ম্মাহ, অস্স্বালা-তিল ক্বা-য়িমাহ, আ-তি মুহাম্মাদানিল অসীলাতা অলফাযীলাহ, অবআষহু মাক্বা-মাম মাহমূদানিল্লাযী অআত্তাহ।'

অর্থাৎ, হে আল্লাহ এই পূর্ণাঙ্গ আহবান ও প্রতিষ্ঠা লাভকারী নামাযের প্রভু! মুহাম্মাদ ﷺ-কে তুমি অসীলা (জান্নাতের এক উচ্চ স্থান) ও মর্যাদা দান কর এবং তাঁকে সেই প্রশংসিত স্থানে পৌঁছাও, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে দিয়েছ।

সে ব্যক্তির জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ অনিবার্য হয়ে যাবে।" *(বুখারী)*

প্রকাশ থাকে যে, 'হাইয়্যা আলাস স্বালাহ' ও 'হাইয়্যা আলাল ফালা-হ'-এর জবাবে বলতে হবে,

لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰه.

'লা হাউলা অলা ক্বুওঅতা ইল্লা বিল্লাহ।' অর্থাৎ, আল্লাহর তওফীক

ছাড়া পাপকর্ম ত্যাগ করা এবং সৎকর্ম করার সাধ্য কারো নেই।

۞ আযান ও ইক্বামতের মাঝে দুআ

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((الدُّعَاءُ لاَ يُرَدُّ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ)). رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আযান ও ইকামতের মধ্য সময়ে কৃত প্রার্থনা রদ করা হয় না।" (অর্থাৎ, এ সময়ের দুআ কবুল হয়)। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, হাসান)*

۞ ইক্বামতের শব্দাবলী

اَللهُ أَكْبَر اَللهُ أَكْبَر، أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلهَ إِلاَّ الله، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَّسُوْلُ الله، حَيَّ عَلَى الصَّلاَة، حَيَّ عَلَى الْفَلاَح، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَة، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَة،

اَللهُ أَكْبَر اَللهُ أَكْبَر، لاَ إِلهَ إِلاَّ الله،

আল্লাহু আকবার ২ বার। আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ১ বার। আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ ১ বার। হাইয়্যা আলাস স্বলাহ ১ বার। হাইয়্যা আলাল ফালাহ ১ বার। ক্বাদ ক্বামাতিস স্বালাহ (অর্থাৎ, নামায প্রতিষ্ঠা বা খাড়া হল) ২ বার। আল্লাহু আকবার ২বার এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ১ বার।

সুত্‌রাহ

১। নামাযীর সামনে তার সীমাচিহ্ন স্বরূপ রাখা কোন আড়কে 'সুত্‌রাহ' বলা হয়।

২। সুত্‌রাহ এক হাত পরিমাণ উঁচু হওয়া উত্তম।

৩। ইমামের সুত্‌রাহ মুক্তাদীর সুত্‌রাহ বলে গণ্য হয়।

জ্ঞাতব্য যে, নামাযীর সামনে দিয়ে পার হওয়া বৈধ নয়। তার সীমানার ভিতর দিয়ে কেউ পার হতে চাইলে তাকে বাধা দেওয়া জরুরী। অবশ্য সুত্‌রার বাইরের থেকে পার হলে কারো কোন ক্ষতি হয় না।

জামাআতের নামায

ফরয নামায জামাআত সহকারে আদায় করা ওয়াজেব। আর তার জন্যই 'স্বালাতুল খাওফ' বা ভয়ের নামাযেও জামাআত বিধিবদ্ধ আছে। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ}

(١٠٢) سورة النساء

অর্থাৎ, তুমি যখন তাদের মাঝে অবস্থান করবে ও তাদের নিয়ে নামায পড়বে, তখন একদল যেন তোমার সঙ্গে দাঁড়ায়, আর তারা যেন সশস্ত্র থাকে। অতঃপর সিজদাহ করা হলে তারা যেন তোমাদের পিছনে অবস্থান করে; আর অপর একদল যারা নামাযে শরীক হয়নি, তারা তোমার সাথে যেন নামাযে শরীক হয় এবং তারা যেন সতর্ক ও সশস্ত্র থাকে। *(নিসাঃ ১০২)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْتَطَبَ ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَيُؤذَّنَ لَهَا ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَؤُمَّ النَّاسَ ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ)). متفقٌ عَلَيهِ

আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সেই মহান সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার জীবন আছে। আমার ইচ্ছা হচ্ছে যে, জ্বালানী কাঠ জমা করার আদেশ দিই। তারপর নামাযের জন্য আযান দেওয়ার আদেশ দিই। তারপর কোন লোককে লোকেদের ইমামতি করতে আদেশ দিই। তারপর আমি স্বয়ং সেই সব (পুরুষ) লোকদের কাছে যাই (যারা মসজিদে নামায পড়তে আসেনি) এবং তাদেরকে-সহ তাদের ঘর-বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিই।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

সেই সাথে জামাআতে নামায আদায় করার ফযীলতও আছে অনেক।

عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً)). متفقٌ عَلَيْهِ

ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "একাকীর নামায অপেক্ষা জামাআতের নামায সাতাশ গুণ উত্তম।" *(বুখারী-মুসলিম)*

۞ ইমামতির বেশি উপযুক্ত কে?

১। যার বেশি কুরআন মুখস্থ আছে।
২। তাতে দু'জন সমান হলে, যে সুন্নাহ সম্পর্কে অধিক জ্ঞান রাখে।
৩। তাতেও দু'জনে সমান হলে, যে আগে হিজরত করেছে।
৪। তাতেও উভয়ে সমান হলে, যে বয়সে বড়।

۞ নামাযে ইমাম-মুক্তাদীর দাঁড়াবার জায়গা

ইমাম ক্বিবলা-মুখে সবার সামনে দাঁড়াবেন। আর মুক্তাদীগণ তাঁর পশ্চাতে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে।

জ্ঞাতব্য যে, আগের কাতারগুলো পিছনের কাতারগুলোর চাইতে উত্তম। ইমামের ডান দিকের কাতার বাম দিক অপেক্ষা উত্তম। ইমামের কাছাকাছি জায়গা দূরবর্তী জায়গা অপেক্ষা উত্তম।

۞ ইমামের অনুসরণ সম্পর্কিত কতিপয় বিধান

১। অগ্রগমন ঃ ইমামের আগে আগে রুকু-সিজদায় যাওয়া।
২। পশ্চাদ্গমন ঃ ইমামের অনেক পরে রুকু-সিজদায় যাওয়া।
৩। সহগমন ঃ ইমামের সাথে সাথে রুকু-সিজদায় যাওয়া।
উল্লিখিত তিন প্রকার অনুসরণ বৈধ নয়।
৪। অনুগমন ঃ ইমামের ক্ষণেক পরে রুকু-সিজদায় যাওয়া।

এই শ্রেণীর অনুসরণ বিধেয়। নবী ﷺ বলেন, "তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত রুকূ করো না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে (ইমাম) রুকূ না করে এবং ততক্ষণ পর্যন্ত সিজদা করো না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে সিজদা না করে।"

সাহাবী বারা' বিন আযেব (উক্ত আমলের ব্যাখ্যায়) বলেন, 'আমরা নবী ﷺ-এর পিছনে নামায পড়তাম। যখন তিনি 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলতেন, তখন আমাদের মধ্যে কেউই ততক্ষণ পর্যন্ত সিজদা করার জন্য নিজের পিঠ ঝুকাত না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি মাটিতে নিজের কপাল রেখে নিতেন।' *(বুখারী ৬৯০নং, মুসলিম, আহমাদ, সুনানে আরবাআহ)*

সহু সিজদাহ

সহু সিজদা বা সিজদা-এ সাহও (ভুলের সিজদাহ) ফরয বা নফল নামাযে ভুল করে কোন ওয়াজেব অংশ ত্যাগ করলে ঐ ভুলের খেসারত স্বরূপ এবং ভুল আনয়নকারী শয়তানের প্রতি চাবুক স্বরূপ দুটি সিজদাহ করতে হয়। ভুল অনুপাতে সিজদার আগে বা পরে হাদীসে বর্ণিত নিয়মানুসারে সিজদাহ করা জরুরী।

۞ নামায কম পড়ে সালাম ফিরে দিলে ঃ

ভুলবশতঃ ১ বা ২ রাকআত নামায কম পড়ে সালাম ফিরে থাকলে যদি অল্প (৫/৭ মিনিট) সময়ের মধ্যে মনে পড়ে, তাহলে (মাঝে কথা বলে থাকলেও) নামাযী বাকী নামায সম্পন্ন করে সালাম ফিরার পর তকবীর ও তসবীহ সহ দুটি সিজদাহ করে পুনরায় সালাম ফিরবে।

এ ব্যাপারে যুল-য়্যাদাইনের হাদীস প্রসিদ্ধ। একদা মহানবী ﷺ যোহর কিংবা আসরের নামায ভুল করে ২ রাকআত পড়ে সালাম ফিরে উঠে অন্য জায়গায় বসলেন। লোকেরা ভাবল, নামায সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। আবূ বাক্র, উমার কেউই ভয়ে তাঁর সাথে কথা বললেন না। অবশেষে যুল-য়্যাদাইন বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি ভুলে গেছেন, নাকি নামায কম হয়ে গেল?' তিনি বললেন, "আমি ভুলিও নি, নামায কমও হয় নি।" অতঃপর সকলের উদ্দেশ্যে বললেন, "যুল-য়্যাদাইন যা বলছে তা কি ঠিক?" সকলে বলল, 'জী হ্যাঁ।' সুতরাং তিনি অগ্রসর হয়ে বাকী নামায পূরণ করে সালাম ফিরলেন। অতঃপর তকবীর দিয়ে অনুরূপ অথবা তার চেয়ে লম্বা সিজদা দিলেন। তারপর আবার তকবীর দিয়ে মাথা তুললেন। পুনরায় তকবীর দিয়ে অনুরূপ অথবা তার চেয়ে লম্বা আরো একটি সিজদাহ করলেন। তারপর আবার তকবীর দিয়ে মাথা তুলে সালাম ফিরলেন। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১০১৭নং)*

অবশ্য দীর্ঘ সময়ের পর মনে পড়লে নূতন করে পুরো নামাযটাই পুনরায় ফিরিয়ে পড়তে হবে।

নামাযের কোন রুক্ন (যেমন কিয়াম, রুকূ, সিজদাহ প্রভৃতি) ভুলে ত্যাগ করলে নামাযই হবে না। যে রাকআতের রুক্ন ত্যক্ত হবে, সে রাকআত বাতিল গণ্য হবে। ঐ ভুল নামাযের মধ্যে প্রথম রাকআতের রুক্ন ছেড়ে দ্বিতীয় রাকআতে মনে পড়লে, দ্বিতীয়কে প্রথম রাকআত গণ্য করে বাকী নামায সম্পন্ন করবে নামাযী। অতঃপর সালাম ফিরার পর দুই সিজদা করে পুনরায় সালাম ফিরবে। পক্ষান্তরে নামাযের সালাম ফিরার পর মনে পড়লে এক রাকআত নামায পড়ে ঐরূপ সিজদাহ করবে।

۞ নামায বেশী পড়লে ঃ

নামাযে ভুলবশতঃ ১ রাকআত বা ১টি সিজদাহ বা বৈঠক অতিরিক্ত হয়ে গেলে সালাম ফিরার পর ২টি সহু সিজদা করে পুনরায় সালাম ফিরবে নামাযী।

একদা মহানবী ﷺ ৫ রাকআত নামায পড়ে সালাম ফিরলেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, নামায কি বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে? তিনি বললেন, "ব্যাপার কী?" লোকেরা বলল, 'আপনি ৫ রাকআত নামায পড়লেন।' এ কথা

শুনে তিনি দুটি সিজদাহ করলেন। (অতঃপর সালাম ফিরলেন।) *(বুখারী, মুসলিম, সুনানে আরবাআহ, মিশকাত ১০১৬নং)*

۞ রাকআতে সন্দেহ হলেঃ

নামায পড়তে পড়তে কয় রাকআত হল -এই সন্দেহ হলে যেদিকের সঠিকতার ধারণা অধিক প্রবল হবে, তার উপর ভিত্তি করে নামায শেষ করে সালাম ফিরার পর ২টি সিজদাহ করে পুনরায় সালাম ফিরবে।

যদি দুই দিকের মধ্যে কোন দিকেরই সঠিকতার ধারণা প্রবল না হয়, তাহলে দৃঢ় প্রত্যয়ের উপর আমল করবে নামাযী। অর্থাৎ, কম সংখ্যার উপর ভিত্তি করলে নামায অসম্পূর্ণ হওয়ার আশংকা থাকবে না। সুতরাং সেই প্রত্যয়ের সাথে বাকী নামায সম্পন্ন করে সালাম ফিরার পূর্বে দুটি সিজদা-এ সাহ্ও করে সালাম ফিরবে।

মহানবী ﷺ বলেন, "যখন তোমাদের কেউ নামাযে সন্দেহ করে এবং বুঝতে পারে না যে, সে কয় রাকআত পড়েছে; ৪ রাকআত, না ৩ রাকআত? তখন তার উচিত, সন্দেহ দূর করে দিয়ে যা একীন (দৃঢ় প্রত্যয়) হয় তার উপর ভিত্তি করা। অতঃপর সালাম ফিরার পূর্বে দুটি সিজদাহ করা। এতে সে যদি ৫ রাকআত পড়ে থাকে তাহলে ঐ সিজদাহ মিলে তার নামায জোড় হয়ে যাবে। অন্যথা যদি পূর্ণ ৪ রাকআত পড়ে থাকে, তাহলে ঐ সিজদাহ শয়তানের জন্য লাঞ্ছনাকর হবে।" *(আহমাদ, মুসলিম, মিশকাত ১০১৫নং)*

۞ প্রথম তাশাহহুদ ত্যাগ করলেঃ

নামাযী নামাযের প্রথম তাশাহহুদের বৈঠকে বসতে ভুলে গেলে যদি অর্ধেক উঠে খাড়া না হয়ে যায়, (হাঁটুদ্বয় মাটি ত্যাগ না করে) তাহলে মনে পড়লে পুনরায় বসে 'আত্-তাহিয়্যাত' পড়ে নেবে। আর এতে সাহ্ও সিজদার প্রয়োজন নেই। অর্ধেকের বেশী উঠে খাড়া হয়ে গেলে এবং সম্পূর্ণ খাড়া না হয়ে মনে পড়লে পুনরায় বসে 'আত্-তাহিয়্যাত' পড়ে নেবে এবং শেষে সহু সিজদাহ করবে। কিন্তু যদি সম্পূর্ণ খাড়া হয়ে যায়, তাহলে আর পুনরায় না বসে বাকী নামায পূর্ণ করে সালাম ফিরার পূর্বে দুই সিজদা করে সালাম ফিরবে।

অবৈধ জানার পরেও সম্পূর্ণ খাড়া হওয়ার পর পুনরায় বসে তাশাহহুদ পড়লে নামায বাতিল নয়। কিন্তু ক্বিরাআত শুরু করার পর বসলে নামায বাতিল গণ্য হবে। *(মুমতে' ৩/৫১১-৫১৩)*

একদা মহানবী ﷺ নামাযে প্রথম বৈঠকে না বসে উঠে পড়েন। লোকেরা তসবীহ বললেও তিনি না বসে নামায শেষে দুই সিজদাহ করে সালাম

ফিরেন। *(বুখারী, মুসলিম, সুনানে আরবাআহ, মিশকাত ১০১৮নং)*

তিনি বলেন, "ইমাম ভুলে গিয়ে (তাশাহহুদ না পড়ে) সম্পূর্ণ খাড়া হয়ে গেলে তাকে ২টি সহু সিজদাহ করতে হবে। অবশ্য সম্পূর্ণ খাড়া না হলে সহু সিজদাহ করতে হবে না।" *(ত্বাবারানী, সহীহুল জামে' ৬২৩নং)*

প্রকাশ যে, ৪ রাকআত পড়ে ৫ রাকআতের জন্য ভুলে উঠে সম্পূর্ণ খাড়া হয়ে গেলেও স্মরণ হওয়া বা করানোর সাথে সাথে নামাযী বসে যাবে। কিন্তু প্রথম বৈঠকের জন্য স্মরণ হওয়া বা করানোর পরেও বসবে না।

জুমআর নামায

জুমআর নামায প্রত্যেক সাবালক জ্ঞান-সম্পন্ন পুরুষের জন্য জামাআত সহকারে ফরয।

মহান আল্লাহ বলেন,

(يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ)

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! যখন জুমআর দিন নামাযের জন্য আহবান করা হবে, তখন তোমরা সত্বর আল্লাহর স্মরণের জন্য উপস্থিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় বর্জন কর। এটিই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা উপলব্ধি কর। *(জুমুআহঃ ৯)*

মহানবী ﷺ বলেন, "প্রত্যেক সাবালক পুরুষের জন্য জুমআয় উপস্থিত হওয়া ওয়াজেব।" *(নাসাঈ ১৩৭১নং)*

ইবনে মসউদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "আমি ইচ্ছা করেছি যে, এক ব্যক্তিকে লোকেদের ইমামতি করতে আদেশ করে ঐ শ্রেণীর লোকেদের ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দিই, যারা জুমআতে অনুপস্থিত থাকে।" *(মুসলিম ৬৫২নং, হাকেম)*

আবূ হুরাইরা ﷺ ও ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তাঁরা শুনেছেন, আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁর মিম্বরের কাঠের উপর বলেছেন যে, "কতক সম্প্রদায় তাদের জুমআহ ত্যাগ করা হতে অতি অবশ্যই বিরত হোক, নতুবা আল্লাহ তাদের অন্তরে অবশ্যই মোহর মেরে দেবেন। অতঃপর তারা

অবশ্যই অবহেলাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।" *(মুসলিম ৮৬৫নং, ইবনে মাজাহ)*

আবুল জা'দ য্বামরী ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি বিনা ওজরে তিনটি জুমআহ ত্যাগ করবে সে ব্যক্তি মুনাফিক।" *(ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, সঃ তারগীব ৭২৬নং)*

۞ জুমআর দিনের ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য

১। জুমআহ অর্থাৎ জমায়েত বা সমাবেশ ও সম্মেলনের দিন। এটি মুসলিমদের সাপ্তাহিক ঈদ ও বিশেষ ইবাদতের দিন। মহানবী ﷺ বলেন, "এই দিন হল ঈদের দিন। আল্লাহ মুসলিমদের জন্য তা নির্বাচিত করেছেন। অতএব যে জুমআয় আসে, সে যেন গোসল করে এবং খোশবূ থাকলে তা ব্যবহার করে। আর তোমরা দাঁতন করায় অভ্যাসী হও।" *(ইবনে মাজাহ ১০৯৮নং)*

২। জুমআর দিন সবার চাইতে শ্রেষ্ঠ দিন। এমনকি ঈদুল ফিত্‌র ও আযহা থেকেও শ্রেষ্ঠ।

৩। এই দিনে আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং বেহেশ্‌ত দান করা হয়েছে।

মহানবী ﷺ বলেন, "যার উপর সূর্য উদিত হয়েছে তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দিন হল জুমআর দিন। এই দিনে আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে, এই দিনে তাঁকে বেহেশ্‌ত স্থান দেওয়া হয়েছে এবং এই দিনেই তাঁকে বের করে দেওয়া হয়েছে বেহেশ্‌ত থেকে। (এই দিনেই তাঁর তওবা কবুল করা হয়েছে, তাঁর মৃত্যু হয়েছে এই দিনেই। আর কিয়ামত সংঘটিত হবে এই দিনেই।" *(মুসলিম, আহমাদ প্রমুখ, সঃ জামে' ৩৩৩৪নং)*

৪। এই দিনে মহান আল্লাহ জান্নাতে প্রত্যেক সপ্তাহে বেহেশ্‌তী বান্দাগণকে দর্শন দেবেন।

৫। এই দিনে গোনাহ মাফ হয়।

৬। এই দিনে এমন একটি সময় আছে, যাতে দুআ কবুল হয়।

৭। এই দিনে দান-খয়রাত করার সওয়াব বেশী।

৮। জুমআর ফজরের জামাআত সহকারে নামায আল্লাহর নিকট সব চাইতে শ্রেষ্ঠ নামায।

৯। এই দিনে বা তার রাতে কেউ মারা গেলে কবরের আযাব থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

۞ জুমআর নামাযের বিধান

১। জুমআহ ও যোহরের সময় একই।

২। লোক সংখ্যা ইমাম-সহ কমপক্ষে তিনজন হতে হবে।

৩। দু'টি খুতবা হবে এবং তাতে মুসলিমদের জন্য উপদেশ থাকবে।

৪। দু'রাকআত নামায হবে এবং তাতে ক্বিরাআত হবে উচ্চৈস্বরে।

জ্ঞাতব্য যে, যে ব্যক্তি জুমআর এক রাকআত পেয়ে যায়, সে ব্যক্তি যেন আর এক রাকআত পড়ে নেয়। কিন্তু যে (দ্বিতীয় রাকআতের) রুকূ না পায়, সে যেন যোহরের ৪ রাকআত পড়ে নেয়।

۞ খুতবা চলাকালে যা নিষিদ্ধ

১। উপস্থিত শ্রোতাদের কথা বলা। (অপরকে 'চুপ' বলাও বৈধ নয়।)

২। অনর্থক কিছু করা। (যেমন, দাগ টানা, হাতে কিছু নিয়ে খেলা করা ইত্যাদি)

৩। কাতার চিরে ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে সামনে যাওয়া।

৪। দু'রাকআত হাল্কা ক'রে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ ছাড়া অন্য নামায পড়া।

জুমআর দিনে করণীয়

১। জুমআর ফজরের প্রথম রাকআতে সূরা সাজদাহ এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা দাহর (ইনসান) পাঠ করা।

২। সকাল সকাল মসজিদে যাওয়া।

৩। জুমআর জন্য প্রস্তুতিস্বরূপ দেহের দুর্গন্ধ দূর করা, সে জন্য গোসল করা, আতর ব্যবহার করা।

৪। দাঁত ও মুখ পরিষ্কার করা।

৫। সুন্দর পোশাক পরা।

৬। পায়ে হেঁটে মসজিদে যাওয়া।

৭। সূরা কাহফ পাঠ।

৮। বেশী বেশী দরূদ পাঠ।

৯। খুতবা শুরু হওয়ার আগে যথাসাধ্য নফল নামায পড়া এবং পরে ২ অথবা ৪ রাকআত সুন্নাতে মুআক্কাদাহ পড়া।

ঈদের নামায

ঈদের খুশীর প্রধান অঙ্গ হল, ঈদের নামায। এই নামায বিধিবদ্ধ হয় হিজরীর প্রথম সনেই। এ নামায ২ রাকআত সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। মহানবী ﷺ তাঁর জীবনের প্রত্যেক ঈদেই এ নামায আদায় করেছেন এবং পুরুষ ও মহিলা সকলকেই এ নামায আদায় করার জন্য (ঈদগাহে) বের হতে আদেশ করেছেন।

۞ ঈদের নামাযের বিধান

১। ঈদের নামাযের সময় ঃ সূর্যোদয়ের মোটামুটি ১৫ মিনিট পর।

২। নামায ঃ আযান-ইক্বামত ছাড়া উচ্চৈস্বরে ক্বিরাআত-সহ দু'রাকআত নামায পড়তে হয়। প্রথম রাকআতে তাকবীরে তাহরীমার পর ছয়বার এবং দ্বিতীয় রাকআতে ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচবার অতিরিক্ত তাকবীর বলতে হয়।

৩। ঈদের খুতবা হবে নামায আদায়ের পর।

۞ ঈদের দিনে করণীয়

১। ঈদের জন্য গোসল করা।

২। ঈদের জন্য সাজসজ্জা ও সুগন্ধি ব্যবহার করা।

৩। ঈদের নামাযের জন্য বের হওয়ার পূর্বে কিছু খাওয়া।

ঈদুল ফিত্বরে ঈদগাহের জন্য বের হওয়ার পূর্বে ৩ অথবা ৫ বেজোড় সংখ্যক খেজুর খাওয়া মুস্তাহাব। ঈদুল আযহায় নামাযের পর কুরবানীর গোশ্ত খাওয়া মুস্তাহাব।

৪। ঈদগাহে বের হওয়া।

৫। পায়ে হেঁটে যাওয়া।

৬। শিশু ও মহিলাদের (পর্দার সাথে সেন্ট্ ব্যবহার না ক'রে) ঈদগাহে যাওয়া।

৭। ঈদের দিন উচ্চৈস্বরে তকবীর পাঠ করা।

۞ তকবীরের শব্দাবলী ঃ

(اَللهُ أَكْبَر، اَللهُ أَكْبَر، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَر، اَللهُ أَكْبَر، وَلِلّهِ الْحَمْد.

'আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার অলিল্লাহিল হাম্দ।'

জানাযার বিধি-বিধান

۞ মৃতব্যক্তির গোসল

১। পুরুষ পুরুষের এবং মহিলা মহিলার গোসল দেবে। অবশ্য স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে গোসল দিতে পারে।

২। লাশের লেবাস খুলে ফেলতে হবে। অবশ্য লজ্জাস্থান যেন আবৃত থাকে।

৩। মৃতের নখ, গোঁফ বা বোগলের লোম লম্বা থাকলে কেটে ফেলতে হবে।

৪। মৃতের মাথার দিক সামান্য উঠিয়ে পেটে হাল্কা চাপ দিয়ে নিংড়ে অতিরিক্ত মল-মূত্র বের ক'রে দিতে হবে।

৫। প্লাস্টিকের হাতমোজা পরে পানি ঢেলে মৃতের মল-মূত্র পরিষ্কার করতে হবে।

৬। নামাযের ওযূর মতোই মৃতব্যক্তিকে ওযূ করাতে হবে।

৭। নাপাকীর গোসল দেওয়ার মতো গোসল দিতে হবে। প্রথমে মাথা অতঃপর ডান পার্শ্ব ও সবশেষে বাম পার্শ্বে পানি ঢালতে হবে।

পরিষ্কার করার পানিতে কুলের পাতা অথবা সাবান ব্যবহার কর্তব্য। আর গোসলের পানিতে কর্পূর বা অন্য সুগন্ধি মিশানো মুস্তাহাব।

৮। মহিলার চুলকে তিনটে বেণী বানিয়ে পিছনে রাখতে হবে।

۞ লাশের কাফন

নারী-পুরুষের তিনখানা সাদা কাপড়ের কাফন দেওয়া উত্তম। মহিলাদের পাঁচ কাপড়ের হাদীস সহীহ নয়।

۞ জানাযার নামায

মুসলিম মাইয়্যেতের উপর জানাযার নামায পড়া ফর্যে কিফায়াহ (অর্থাৎ কিছু লোক তা পালন করলে বাকী লোকের কোন পাপ হয়না এবং কেউই পালন না করলে সকলেই পাপী হয়।) কারণ, এ নামায পড়তে আল্লাহর নবী ﷺ আদেশ করেছেন।

۞ জানাযার নামাযের ফযীলত

عَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ شَهِدَ الجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا ، فَلَهُ قِيراطٌ ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ ، فَلَهُ قِيرَاطَانِ)) قِيلَ : وَمَا القِيرَاطانِ ؟ قَالَ : ((مِثْلُ الجَبَلَيْنِ العَظِيمَيْنِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি নামায পড়া পর্যন্ত জানাযায় উপস্থিত থাকবে, তার জন্য এক ক্বীরাত্ব সওয়াব রয়েছে। আর যে ব্যক্তি দাফন করা পর্যন্ত উপস্থিত থাকবে, তার জন্য দুই ক্বীরাত সওয়াব রয়েছে।" জিজ্ঞাসা করা হল, 'দুই ক্বীরাতের পরিমাণ কতটুকু?' তিনি বললেন, "দুই বড় পাহাড়ের সমান।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

۞ জানাযার নামাযের পদ্ধতি

লাশকে সামনে রেখে ইমাম সাহেব খাড়া হবেন। মৃতব্যক্তি পুরুষ হলে ইমাম তার মাথার সোজা এবং মহিলা হলে তার মাঝামাঝি খাড়া হবেন।

মুক্তাদীরা পিছনে তিনটি কাতার বেঁধে দাঁড়াবে।

মনে মনে জানাযার নামাযের নিয়ত করবে।

অতঃপর অন্যান্য নামাযের মতোই উভয় হাত কানের উপরিভাগ অথবা কাঁধ বরাবর তুলবে। আর এর সাথে 'আল্লা-হু আকবার' বলে তকবীর দেবে। অতঃপর ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখে বুকের উপর স্থাপন করবে।

অতঃপর 'আউযু বিল্লাহ, বিসমিল্লাহ' পড়ে সূরা ফাতেহা পাঠ করবে। অতঃপর 'বিসমিল্লাহ' বলে একটি (ছোট) সূরা পাঠ করবে।

অতঃপর দ্বিতীয় তকবীর দিয়ে বুকের উপর হাত রেখে নবী ﷺ-এর উপর দরূদ পাঠ করবে। সেই ইব্রাহীমী দরূদ পাঠ করবে যা নামাযের তাশাহহুদে পাঠ করা হয়ে থাকে।

অতঃপর তৃতীয় তকবীর বলে (দুই হাত না তুলে অথবা তুলে পুনরায় হাত বুকে রেখে) মাইয়্যেতের জন্য বিশুদ্ধচিত্তে ও আন্তরিকতার সাথে দুআ করবে।

সেই দুআ পাঠ করবে যা মহানবী ﷺ হতে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত। যেমনঃ-

اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَ مَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا ، اَللّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِسْلاَمِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِيْمَانِ، اَللّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাগফির লিহাইয়িনা অমাইয়িতিনা অ শা-হিদিনা অগা-য়িবিনা অস্বাগীরিনা অকাবীরিনা অযাকারিনা অউনষা-না, আল্লা-হুম্মা মান আহয়্যাইতাহু মিন্না ফাআহয়িহি আলাল ইসলাম, অমান তাওয়াফ্ফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফ্ফাহু আলাল ঈমান, আল্লা-হুম্মা লা তাহরিমনা আজরাহু অলা তাফতিন্না বা'দাহ।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত-মৃত, উপস্থিত অনুপস্থিত, ছোট-বড়, পুরুষ ও নারীকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যাকে তুমি জীবিত রাখবে তাকে ইসলামের উপর জীবিত রাখ এবং যাকে মরণ দেবে তাকে ঈমানের উপর মরণ দাও। হে আল্লাহ! ওর সওয়াব থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করো না এবং ওর পরে আমাদেরকে ফিতনায় ফেলো না। *(সহীহ ইবনে মাজাহ ১/২৫২ আহমাদ ২/৩৬৮, তিরমিযী ৯৪৫, নাসাঈ ১৯৬০, আহমাদ ১৬৮৮৫, আবু দাউদ ২৭৮৬, ইবনে মাজাহ ১৪৮৬, মিশকাত ১৬৭৫নং)*

প্রকাশ যে, এই দুআটি সকল শ্রেণীর মুর্দার জন্য পড়া চলে।

اَللّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ

الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَاراً خَيْرًا مِّنْ دَارِهِ وَأَهْلاً خَيْراً مِّنْ أَهْلِهِ وَزَوْجاً خَيْراً مِّنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাগফির লাহু অরহামহু অআ-ফিহী অ'ফু আনহু অআকরিম নুযুলাহু অঅসসি' মুদখালাহু, অগ্সিলহু বিলমা-ই অষষালজি অল-বারাদ। অনাক্কিহী মিনাল খাত্বায়্যা কামা য়্যুনাক্কাষ ষাউবুল আবয়্যায়ু মিনাদ দানাস। অ আবদিলহু দা-রান খাইরাম মিন দা-রিহী অ আহলান খাইরাম মিন আহলিহী অযাওজান খাইরাম মিন যাওজিহ। অ আদখিলহুল জান্নাতা অ আইযহু মিন আযা-বিল ক্বাবরি অ আযা-বিন্নার।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি ওকে ক্ষমা করে দাও এবং ওকে রহম কর। ওকে নিরাপত্তা দাও এবং মার্জনা করে দাও, ওর মেহেমানী সম্মানজনক কর এবং ওর প্রবেশস্থল প্রশস্ত কর। ওকে তুমি পানি, বরফ ও শিলাবৃষ্টি দ্বারা ধৌত করে দাও এবং ওকে গোনাহ থেকে এমন পরিষ্কার কর যেমন সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয়। আর ওকে তুমি ওর ঘর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঘর, ওর পরিবার অপেক্ষা উত্তম পরিবার, ওর জুড়ী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জুড়ী দান কর। ওকে জান্নাতে প্রবেশ করাও এবং কবর ও দোযখের আযাব থেকে রেহাই দাও।□

বর্ণনাকারী সাহাবী আউফ বিন মালেক বলেন, (আল্লাহর রসূল ﷺ-কে যখন এই দুআ বলতে শুনলাম,) তখন আমি এই কামনা করলাম যে, যদি আমি এই মাইয়্যেত হতাম! *(মুসলিম ১৬০০, তিরমিযী ৯৪৬, নাসাঈ ১৯৫৭, ইবনে মাজাহ ১৪৮৯, আহমাদ ২২৮৫০)*

দাফন-কার্য

১। কবর গভীর ও প্রশস্ত করা মুস্তাহাব।
২। সিন্দুকী অপেক্ষা বগলী কবর উত্তম।
৩। মৃতকে ডান কাতে ক্বিবলামুখী ক'রে শোয়াতে হবে।
৪। কাঁচা ইট ও কাদা দিয়ে বগলীর ফাঁক বন্ধ ক'রে দিতে হবে।
৫। কবর জমিনের উপর আধ হাতের বেশি উঁচু করা শরীয়ত-সম্মত নয়।

নফল নামায

❁ নফল (অতিরিক্ত) নামাযের ফযীলত

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلاَتُهُ ، فَإِنْ صَلَحَتْ ، فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ ، وَإِنْ فَسَدَتْ ، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ ، فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، قَالَ الرَّبُّ - عَزَّ وَجَلَّ : اُنْظُرُوا هَلْ لِعَبدِي مِن تَطَوُّعٍ، فَيُكَمَّلُ مِنْهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الفَرِيضَةِ ؟ ثُمَّ تَكُونُ سَائِرُ أَعْمَالِهِ عَلَى هَذَا)). رواه التِّرمِذِيُّ وأبو داود

আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় কিয়ামতের দিন বান্দার (হক্কুল্লাহর মধ্যে) যে কাজের হিসাব সর্বপ্রথম নেওয়া হবে তা হচ্ছে তার নামায। সুতরাং যদি তা সঠিক হয়, তাহলে সে পরিত্রাণ পাবে। আর যদি (নামায) পণ্ড ও খারাপ হয়, তাহলে সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যদি তার ফরয (ইবাদতের) মধ্যে কিছু কম পড়ে যায়, তাহলে প্রভু বলবেন, 'দেখ তো! আমার বান্দার কিছু নফল (ইবাদত) আছে কি না, যা দিয়ে ফরযের ঘাটতি পূরণ ক'রে দেওয়া হবে?' অতঃপর তার অবশিষ্ট সমস্ত আমলের হিসাব ঐভাবে গৃহীত হবে। *(তিরমিযী, আবূ দাউদ)*

জ্ঞাতব্য যে, নফল নামায দুই শ্রেণীর ঃ সুন্নাতে মুআক্কাদাহ ও গায়র মুআক্কাদাহ। সুন্নাতে মুআক্কাদাহকে সুন্নাতে রাতেবাহও বলা হয়। যেহেতু তা ফরয নামাযের আগে-পরে লাগালাগি পড়তে হয়।

۞ সুনানে রাতেবার তালিকা

সময়	সংখ্যা	পদ্ধতি
ফজরের আগে	২ রাকআত	হাল্কা ক'রে প্রথম রাকআতে সূরা কাফিরূন ও দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস পড়তে হয়।
যোহরের আগে ও পরে	২ বা ৪ রাকআত	সাধারণ নিয়মে। ৪ রাকআত এক সালামেও পড়া যায়।
জুমআর পরে	২ বা ৪ রাকআত	সাধারণ নিয়মে। ৪ রাকআত এক সালামেও পড়া যায়।
মাগরেবের পরে	২ রাকআত	প্রথম রাকআতে সূরা কাফিরূন ও দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস পড়তে হয়।
এশার পরে	২ রাকআত	সাধারণ নিয়মে।

রাতের নামায ও বিত্‌র

১। এই নামাযের ফযীলত ঃ

عَنْ عَبدِ اللهِ بنِ سَلاَمٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((أَيُّهَا النَّاسُ : أَفْشُوا السَّلاَمَ ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ، تَدْخُلُوا الجَنَّةَ بِسَلاَمٍ)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "হে লোক সকল! তোমরা ব্যাপকভাবে সালাম প্রচার কর, (ক্ষুধার্তকে) অন্ন দাও এবং লোকে যখন রাতে ঘুমিয়ে থাকবে তখন নামায পড়। তাহলে তোমরা নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" *(তিরমিযী হাসান সহীহ)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ : شَهْرُ اللهِ المُحَرَّمُ ، وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الفَرِيضَةِ : صَلاَةُ اللَّيْلِ)). رواه مسلم

আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "রমযান মাসের রোযার পর সর্বোত্তম রোযা হচ্ছে আল্লাহর মাস মুহার্রামের রোযা। আর ফরয নামাযের পর সর্বোত্তম নামায হচ্ছে রাতের (তাহাজ্জুদের) নামায।" *(মুসলিম)*

২। এই নামাযের পদ্ধতি ঃ

عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ)). متفقٌ عَلَيْهِ

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "রাতের নামায দু' দু' রাকআত করে। অতঃপর যখন ফজর হওয়ার আশংকা করবে, তখন এক রাক্আত বিত্‌র পড়ে নেবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

৩। এই নামাযের সময় ঃ

এশার পর থেকে ফজরের আগে পর্যন্ত সময়ে এই নামায পড়তে হয়। অবশ্য রাতের শেষ তৃতীয়াংশে পড়াই উত্তম।

৪। এই নামাযের কিয়াম, রুকূ ও সিজদাহ দীর্ঘ করা মুস্তাহাব।

৫। সুন্নত হল ১১ অথবা ১৩ রাকআত পড়া।

৬। শেষ তিন রাকআতের প্রথম রাকআতে সূরা আ'লা, দ্বিতীয়

রাকআতে সূরা কাফিরূন এবং তৃতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস পড়া সুন্নত।

৭। দুআ-এ কুনূত

বিতরের শেষ রাকআতে রুকূর আগে কুনূত পড়া মুস্তাহাব। কুনূতের দুআ নিম্নরূপ ঃ-

اَللّهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ، وَ تَوَلَّنِيْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِيْ وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ، وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ، لاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ، وَصَلَّى اللّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাহদিনী ফী মান হাদাইত্। অআ-ফিনী ফীমান আ ফাইত্। অতাওয়াল্লানী ফী মান তাওয়াল্লাইত্। অবা-রিকলী ফী মা আ'ত্বাইত্। অক্বিনী শার্রামা ক্বায়্যাইত্। ফাইন্নাকা তাক্বয়ী অলা য়্যুক্বয়া আলাইক্। ইন্নাহু লা য়্যাযিল্লু মাঁউ ওয়া-লাইত্। অলা য়্যাইয়্যু মান আ'-দাইত্। তাবা-রাকতা রাব্বানা অতাআ'-লাইত্। লা মানজা মিনকা ইল্লা ইলাইক্। অ স্বাল্লাল্লাহু আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ।

অর্থ - হে আল্লাহ! তুমি আমাকে হিদায়াত ক'রে তাদের দলভুক্ত কর, যাদেরকে তুমি হিদায়াত করেছ। আমাকে নিরাপদে রেখে তাদের দলভুক্ত কর, যাদেরকে তুমি নিরাপদে রেখেছ। আমার সকল কাজের তত্ত্বাবধান ক'রে আমাকে তাদের দলভুক্ত কর, যাদের তুমি তত্ত্বাবধান করেছ। তুমি আমাকে যা কিছু দান করেছ, তাতে বর্কত দাও। আমার ভাগ্যে তুমি যা ফায়সালা করেছ, তার মন্দ থেকে রক্ষা কর। কারণ তুমিই ফায়সালা করে থাক এবং তোমার উপর কারো ফায়সালা চলে না। নিশ্চয় তুমি যাকে ভালোবাস, সে লাঞ্ছিত হয় না এবং যাকে মন্দ বাস, সে সম্মানিত হয় না। তুমি বর্কতময় হে আমাদের প্রভু এবং তুমি সুমহান! তোমার আযাব থেকে তুমি ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল নেই। আর আমাদের নবীর উপর আল্লাহ রহমত বর্ষণ করুন। *(আবু দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, আহমাদ, বাইহাকী, ইবনে মাজাহ, ইরওয়াউল গলীল ২/১৭২)*

চাশ্তের নামায

১। এই নামাযের ফযীলত ঃ

عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى

مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ : فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِن الضُّحَى)). رواه مسلم

আবূ যার্র ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "তোমাদের কেউ এমন অবস্থায় সকালে উঠে যে, তার (দেহের) প্রতিটি জোড়ের সাদকা দেওয়ার জন্য সে দায়বদ্ধ হয়। সুতরাং প্রত্যেক 'সুবহানাল্লাহ' বলা সাদকাস্বরূপ, প্রত্যেক 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা সাদকাস্বরূপ, প্রত্যেক 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা সাদকাস্বরূপ, প্রতিটি 'আল্লাহু আকবার' বলা সাদকাস্বরূপ, সৎকাজের আদেশ দেওয়া সাদকাস্বরূপ এবং মন্দকাজে বাধা দেওয়া সাদকাস্বরূপ। আর এ সমস্ত কিছুর পরিবর্তে দু' রাকআত (চাশ্তের) নামায পড়লে তা যথেষ্ট হবে।" *(মুসলিম)*

২। এই নামাযের সময় ঃ সূর্যোদয়ের প্রায় ১৫ মিনিট থেকে সূর্য ঢলার আগে পর্যন্ত। প্রথম সময়ে পড়লে একে 'ইশরাকের নামায' বলা হয়।

৩। নিম্নপক্ষে দুই এবং ঊর্ধ্বপক্ষে আট রাকআত পড়া যায়।

ইস্তিখারার নামায

কোন বৈধ বিষয় বা কাজে (যেমন ব্যবসা, সফর, বিবাহের ব্যাপারে) ভালো মন্দ বুঝতে না পারলে, মনে ঠিক-বেঠিক, উচিত-অনুচিত বা লাভ-নোকসানের দ্বন্দ্ব হলে আল্লাহর নিকট মঙ্গল প্রার্থনা করতে দুই রাকআত নফল নামায পড়ে নিম্নের দুআ পাঠ করা সুন্নত।

اَللّهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ، اَللّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هذَا الأَمْرَ(.....) خَيْرٌ لِيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ وَعَاجِلِهِ آجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ وَعَاجِلِهِ وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِيْ بِهِ.

উচ্চারণ- "আল্লা-হুম্মা আস্তাখীরুকা বিইলমিকা অ আস্তাক্বদিরুকা বি ক্বুদরাতিকা অ আসআলুকা মিন ফায়্লিকাল আযীম, ফাইন্নাকা তাক্বদিরু

অলা আক্বদিরু অতা'লামু অলা আ'লামু অ আন্তা আল্লা-মুল গুয়ূব। আল্লা-হুম্মা ইন কুন্তা তা'লামু আন্না হা-যাল আমরা (----) খাইরুল লী ফী দীনী অ মাআ'শী অ আ'-ক্বিবাতি আমরী অ আ'-জিলিহী অ আ-জিলিহ, ফাক্বদুরহু লী, অ য়্যাসসিরহু লী, সুম্মা বা-রিক লী ফীহ। অইন কুন্তা তা'লামু আন্না হা-যাল আমরা শারুল লী ফী দীনী অ মাআ'শী অ আ'-কিবাতি আমরী অ আ'-জিলিহী অ আ-জিলিহ, ফাস্বরিফহু আন্নী অস্বরিফনী আনহু, অক্বদুর লিয়াল খাইরা হাইসু কা-না সুম্মা রায়্যিনী বিহ।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট তোমার ইলমের সাথে মঙ্গল প্রার্থনা করছি। তোমার কুদরতের সাথে শক্তি প্রার্থনা করছি এবং তোমার বিরাট অনুগ্রহ থেকে ভিক্ষা যাচনা করছি। কেননা, তুমি শক্তি রাখ, আমি শক্তি রাখি না। তুমি জান, আমি জানি না এবং তুমি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। হে আল্লাহ! যদি তুমি এই (---) কাজ আমার জন্য আমার দ্বীন, দুনিয়া, জীবন এবং কাজের বিলম্বিত ও অবিলম্বিত পরিণামে ভালো জান, তাহলে তা আমার জন্য নির্ধারিত ও সহজ করে দাও। অতঃপর তাতে আমার জন্য বর্কত দান কর। আর যদি তুমি এই কাজ আমার জন্য আমার দ্বীন, দুনিয়া, জীবন এবং কাজের বিলম্বিত ও অবিলম্বিত পরিণামে মন্দ জান, তাহলে তা আমার নিকট থেকে ফিরিয়ে নাও এবং আমাকে ওর নিকট থেকে সরিয়ে দাও। আর যেখানেই হোক মঙ্গল আমার জন্য বাস্তবায়িত কর, অতঃপর তাতে আমার মনকে পরিতুষ্ট ক'রে দাও।

প্রথমে هذا الأمر 'হা-যাল আমরা' এর স্থলে বা পরে কাজের নাম নিতে হবে অথবা মনে মনে সেই জ্ঞাতব্য বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করতে হবে।

সে ব্যক্তি কর্মে কোনদিন লাঞ্ছিত হয় না, যে আল্লাহর নিকট তাতে মঙ্গল প্রার্থনা করে, অভিজ্ঞদের নিকট পরামর্শ গ্রহণ করে এবং ভালো-মন্দ বিচার করার পর কর্ম করে। *(বুখারী, আবূ দাউদ, তিরমিযী, আহমাদ ৩/৩৪৪)*

তাহিয়্যাতুল মাসজিদ বা মসজিদ-সেলামীর নামায

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ)). متفق عليه

আবূ ক্বাতাদাহ সুলামী থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে, তখন সে যেন বসার আগে দুই রাকআত নামায পড়ে নেয়।" *(বুখারী-মুসলিম)*

জ্ঞাতব্য যে, এর কোন নিষিদ্ধ সময় নেই।

তাহিয়্যাতুল উযূ

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ لِبِلاَلٍ : ((يَا بِلاَلُ! حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الإِسْلاَمِ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الجَنَّةِ)) قَالَ : مَا عَمِلْتُ عَمَلاً أَرْجَى عِنْدِي مِنْ أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طُهُوراً فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلاَّ صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّي. متفقٌ عَلَيْهِ

আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিলাল ﷺ-কে উদ্দেশ্য ক'রে বললেন, "হে বিলাল! আমাকে সর্বাধিক আশাপ্রদ আমল বল, যা তুমি ইসলাম গ্রহণের পর বাস্তবায়িত করেছ। কেননা, আমি (মি'রাজের রাতে) জান্নাতের মধ্যে আমার সম্মুখে তোমার জুতার শব্দ শুনেছি।" বিলাল ﷺ বললেন, 'আমার দৃষ্টিতে এর চাইতে বেশী আশাপ্রদ এমন কোন আমল করিনি যে, আমি যখনই রাত-দিনের মধ্যে যে কোন সময় পবিত্রতা অর্জন (ওযূ, গোসল বা তায়াম্মুম) করেছি, তখনই ততটুকু নামায পড়েছি, যতটুকু নামায পড়া আমার ভাগ্যে লিপিবদ্ধ ছিল।' *(বুখারী-মুসলিম)*

এরও কোন নিষিদ্ধ সময় নেই।

কুরআন তিলাঅতের সিজদাহ

কুরআন মাজীদের সিজদার আয়াত তিলাঅত করলে অথবা শুনলে তকবীর দিয়ে একটি সিজদাহ করা এবং তকবীর দিয়ে মাথা তোলা মুস্তাহাব। সিজদায় নিম্নের দুআ একাধিকবার বলতে হয় ঃ-

سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ.

উচ্চারণ- সাজাদা অজহিয়া লিল্লাযী খালাক্বাহু অশাক্ক্বা সামআহু অবাস্বারাহু বিহাউলিহী অক্বুউওয়াতিহ।

অর্থ- আমার মুখমন্ডল তাঁর জন্য সিজদাবনত হল যিনি ওকে সৃষ্টি করেছেন এবং স্বীয় শক্তি ও ক্ষমতায় ওর চক্ষু ও কর্ণকে উদ্গত করেছেন। *(আবূ দাউদ, সহীহ তিরমিযী ৪৭৪নং, আহমাদ ৬/৩০)*

শুকরানার সিজদাহ

মহান প্রতিপালক আল্লাহ আমাদেরকে কত নেয়ামত দান করেছেন, তা গুনে শেষ করা যায় না। এই সকল নেয়ামতের শুক্‌র আদায় করা বান্দার জন্য ফরয। শুক্‌র আদায়ের নিয়ম হল, প্রথমতঃ অন্তরে এই স্বীকার করা যে, এই নেয়ামত আল্লাহর তরফ থেকে আগত। দ্বিতীয়তঃ মুখে তার শুক্‌র আদায় করা। তৃতীয়তঃ কাজেও শুক্‌র প্রকাশ করা। অর্থাৎ, সেই নেয়ামত তাঁরই সন্তুষ্টির পথে খরচ করা। অন্যথা নাশুক্‌রী বা কৃতঘ্নতা হবে।

হঠাৎ কোন সুসংবাদ, সুখের খবর বা সম্পদ লাভের খবর পেলে অথবা বড় বিপদ দূর হওয়ার সংবাদ শুনলে মহান আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে শুক্‌রানার (একটি) সিজদাহ মুস্তাহাব।

মহানবী ﷺ কোন আনন্দদায়ক সংবাদ শুনলে অথবা শুভ সংবাদ পেলে আল্লাহ তাআলাকে শুকরিয়া জানানোর জন্য সিজদায় পতিত হতেন। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত ১৪৯৪নং)*

শুকরানার সিজদার জন্য ওযূ জরুরী নয়। জরুরী নয় তকবীরও।

যে সময়গুলিতে নফল নামায পড়া নিষিদ্ধ

১। ফজরের পর থেকে সূর্য এক বর্শা পরিমাণ উপরে ওঠা পর্যন্ত।

২। সূর্য ঠিক মাথার উপর থাকার সময় পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়া পর্যন্ত।

৩। আসরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

প্রকাশ থাকে যে, ফরয নামায অথবা কারণ-ঘটিত কোন নামাযের নিষিদ্ধ কোন সময় নেই।

রোগীর নামায

রোগী হলেও জ্ঞান বর্তমান থাকা কাল পর্যন্ত কারো জন্য কোন অবস্থায় নামায মাফ নয়। ওযূ-গোসল না করতে পারলে তায়াম্মুম করে, তা না পারলেও বিনা তায়াম্মুমেই নামায পড়া জরুরী। পবিত্র না থাকতে পারলে অপবিত্র অবস্থাতেই, পবিত্র জায়গা না পেলে অপবিত্র জায়গাতেই নামায পড়তে হবে।

রোগী দাঁড়িয়ে নামায না পড়তে পারলে বসে নামায পড়বে। দুই পা-কে গুটিয়ে আড়াআড়িভাবে রেখে হাঁটু ভাঁজ করে (বাবু হয়ে) বসবে। কখনো কখনো প্রয়োজনে মহানবী ﷺ অনুরূপ বসে নামায পড়তেন। অবশ্য তাশাহহুদের বৈঠকে বসার মতও বসে নামায পড়তে পারে।

বসে না পারলে (ডান) পার্শ্বদেশে শুয়ে, তা না পারলে চিৎ হয়ে শুয়ে,

(মাথাটা বালিশ ইত্যাদি দিয়ে একটু উঁচু করে) কেবলার দিকে মুখ ও পা করে নামায পড়বে। দাঁড়াবার সামর্থ্য থাকলে এবং বসতে না পারলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়বে।

মহান আল্লাহ বলেন,

(فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَاماً وَّقُعُوْداً وَّعَلَى جُنُوْبِكُمْ)

অর্থাৎ, তোমরা দাঁড়িয়ে, বসে ও পার্শ্বদেশে শয়ন করে আল্লাহকে স্মরণ কর। *(নিসাঃ ১০৩)*

তিনি আরো বলেন,

{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (٧٨) سورة الحج

অর্থাৎ, তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠিনতা আরোপ করেননি। *(হাজ্জঃ ৭৮)*

তিনি আরো বলেন, (فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)

অর্থাৎ, আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় করে চল। *(তাগাবুনঃ ১৬)*

ইমরান বিন হুস্বাইন ﷺ বলেন, আমার অর্শ রোগ ছিল। আমি (কিভাবে নামায পড়ব তা) আল্লাহর রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, "তুমি দাঁড়িয়ে নামায পড়। না পারলে বসে পড়। তাও না পারলে পার্শ্বদেশে শুয়ে পড়।" *(বুখারী, আবূ দাউদ, আহমাদ, মিশকাত ১২৪৮ নং)*

কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও যদি রোগী বসে না পড়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়ে, তাহলে তার জন্য রয়েছে ডবল সওয়াব। একদা একদল লোকের নিকট মহানবী ﷺ বের হয়ে দেখলেন, তারা অসুস্থতার কারণে বসে বসে নামায পড়ছে। তা দেখে তিনি বললেন, "বসে নামায পড়ার সওয়াব দাঁড়িয়ে নামায পড়ার সওয়াবের অর্ধেক।" *(আহমাদ, ইবনে মাজাহ)*

অনুরূপ বসে নামায পড়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যদি আরাম নেওয়ার জন্য রোগী শুয়ে নামায পড়ে, তাহলে তার জন্য রয়েছে অর্ধেক সওয়াব। *(বুখারী ১১১৫নং)*

যতটা সম্ভব দাঁড়িয়ে এবং যতটা প্রয়োজন বসেও নামায পড়তে পারে। বৃদ্ধ বয়সে মহানবী ﷺ রাতের নামাযে বসে ক্বিরাআত করতেন। অতঃপর ৩০/৪০ আয়াত ক্বিরাআত বাকী থাকলে তিনি উঠে তা পাঠ ক'রে রুকূ করতেন। *(বুখারী ১১১৮নং)*

রোগী সাধ্যমত রুকূ-সিজদাহ করবে। না পারলে মস্তক দ্বারা ইঙ্গিত করবে। রুকূর চাইতে সিজদার সময় অধিক ঝুঁকবে। তা সম্ভব না হলে চোখের ইশারায় রুকূ-সিজদাহ করবে। রুকূর চাইতে সিজদার ক্ষেত্রে

চক্ষুকে অধিকতর নিমীলিত করবে।

হাত বা আঙ্গুল দ্বারা ইশারা বিধিসম্মত নয়। কারণ, অনুরূপ নির্দেশ শরীয়তে আসেনি।

চক্ষু দ্বারা ইশারা সম্ভব না হলে অন্তরে (কল্পনায়) কিয়াম, রুকূ ও সিজদা আদির নিয়ত করে তকবীর, ক্বিরাআত ও দুআ-দরূদ পাঠ করবে।

আত্মাকে কষ্ট দিয়ে সাধ্যের অতীত আমল করা শরীয়তে পছন্দনীয় নয়। সিজদাহ মাটিতে না করতে পারলে কোন জিনিস উঁচু ক'রে বা তুলে তাতে সিজদাহ করা বৈধ নয়। একদা মহানবী ﷺ এক রোগীকে দেখা করতে গিয়ে দেখলেন, সে বালিশের উপর সিজদাহ করছে। তিনি তা নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। সে একটি কাঠ নিলে কাঠটাকেও ছুঁড়ে ফেললেন। অতঃপর বললেন, "যদি ক্ষমতা থাকে তাহলে মাটিতে নামায পড় (সিজদাহ কর)। তা না পারলে কেবল ইশারা কর। আর তোমার রুকূর তুলনায় সিজদাকে অধিক নিচু কর।" *(ত্বাবারানী, বায্যার, বাইহাক্বী, সিঃ সহীহাহ ৩২৩নং)*

অবশ্য দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পড়ে যাওয়ার ভয় হলে দেওয়াল বা খুঁটিতে ভর করে দাঁড়াতে পারে। মহানবী ﷺ যখন বৃদ্ধ হয়ে পড়লেন এবং স্বাস্থ্য মোটা হয়ে গেল, তখন তাঁর নামাযের জায়গায় একটি খুঁটি বানানো হয়েছিল; যাতে তিনি ভর ক'রে নামায পড়তেন। *(আবূ দাউদ, হাকেম, সিঃ সহীহাহ ৩১৯নং)*

রোগী হলেও প্রত্যেক নামায যথাসময়ে পড়বে। না পারলে জমা করার নিয়ম অনুযায়ী ২ অক্তের নামায জমা ক'রে পড়বে।

❁ যাদের জন্য নামায মাফ

১। প্রসবোত্তর খুন অথবা মাসিকের খুনে অপবিত্র মহিলা।
২। পাগল ব্যক্তি।
৩। নাবালক শিশু।

মুসাফিরের নামায

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ} (١٠١) سورة النساء

অর্থাৎ, তোমরা যখন দেশ-বিদেশে সফর করবে, তখন নামায কসর (সংক্ষিপ্ত) করলে তোমাদের কোন দোষ নেই....। *(নিসাঃ ১০১)*

❁ নামায জমা-কসর করার তালিকা

কসর ও জমার রূপ	সময়
ফজর ২ রাকআত	এর জমা-কসর নেই
যোহর ২ রাকআত, আসর ২ রাকআত	যোহর অথবা আসরের সময়ে
মাগরেব ৩ রাকআত, এশা ২ রাকআত	মাগরেব অথবা এশার সময়ে

❁ কতদূর সফরে গেলে জমা-কসর চলবে

১। জমা-কসর বৈধ এমন সফরের দূরত্ব নির্ণয় করার জন্য প্রচলিত অর্থের দিকে রুজূ করতে হবে। সুতরাং প্রচলিত অর্থে যাকে 'সফর' বলা হয়, তাতে জমা-কসর করা চলবে।

২। মুসাফির তার গ্রাম বা শহরের আবাদী থেকে বের হওয়ার পর জমা-কসর শুরু করবে।

❁ জমা-কসরের সময়-সীমা

১। বৈধ সফরে যতদিন মুসাফির অবস্থানের নিয়ত না করবে, ততদিন নামায জমা-কসর করতে পারবে।

২। মুসাফির স্থানীয় ইমামের পশ্চাতে নামায পড়লে পূর্ণ নামায পড়তে হবে।

❁ সফরে যা বৈধ

১। সুনানে রাতেবাহ ছেড়ে দেওয়া বৈধ।
২। জুমআহ না পড়ে যোহর পড়া বৈধ।
৩। রোযা ছাড়া বৈধ।

সমাপ্ত